# গঠনতন্ত্র

১ নং ধারা ঃ পরিচিতিঃ-

এই প্রতিষ্ঠানের নাম "উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)"। ইংরেজীতে UDAYANKUR SEBA SANGTHA (USS) নামে অভিহিত হবে। এটা প্রধানত মানব সম্পদ উন্নয়ন সংস্থা। উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) সম্পূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

২ নং ধারাঃ
ক) প্রতিষ্ঠানের প্রতীকঃ পৃথিবীর মানচিত্রের মধ্যে তিন পাতাবিশিষ্ট সবুজ চারা গাছ।

খ) পতাকা রং, রং ও মাপঃ পতাকার রং সবুজ ও নীল আকাশী রং, মাপ ৪ঃ৬ (প্রস্থ ৪ ও দৈর্ঘ্য ৬)

৩ নং ধারা ঃ সংস্থার রেজিঃ ঠিকানাঃ-

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস), গ্রামঃ উত্তর আরাজি চড়াইখোলা, ডাকঘরঃ দারোয়ানী সূতাকল, উপজেলাঃ নীলফামারী সদর, জেলাঃ নীলফামারী।

৪ নং ধারা ঃ সংস্থার কর্মএলাকা ঃ-

নীলফামারী জেলা। প্রয়োজনে রেজিঃ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে বাংলাদেশের যেকোন এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে।

৫ নং ধারা ঃ উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীসমূহ ঃ-

ক) উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর লক্ষ্য ঃ

দারিদ্র্য ও বৈষম্যহীন এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করা যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন, দৃঢ়চেতা, আত্মনির্ভরশীল, গণতান্ত্রিক আচরণ ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারবেন এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবেন।

খ) উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর উদ্দেশ্যবলী ঃ-

- ☛ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র, অভাব, দুঃখ-কষ্টের কারণ ও তার পিছনের কারণ খুঁজে মূল কারণ চিহ্নিত করতে সহায়তা করা;
- ☛ অভাব, দুঃখ, কষ্টের কারণসমূহ নিরসনে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ গ্রহণে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা;
- ☛ গণউদ্যোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মা শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করা;
- ☛ অবাধ ন্যায়সম্মত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করা;
- ☛ কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা;

- নারী পুর"ষ সমতা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা;
- মূলধারার সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে সমাজ বিকাশে সহায়তা করা;
- মানুষের অধিকার বিষয়ে সতেনতা সৃষ্টি ও অসহায়দের আইনী সহায়তা দেয়া;
- বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ, গুণগতমানের শিক্ষা ও জীবনধর্মী শিক্ষা সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করা;
- শস্য বহুমুখীকরণ ও প্রাকৃতিক কৃষি কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ গড়তে সহায়তা করা;
- যেকোন কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী, শিশুদের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা;
- মূলধারার উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্তকরণ ও তাদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তাদান করা;
- সুন্দর ও টেকসই পরিবেশ গঠন এবং পরিবেশসম্মত কর্মকান্ড গ্রহণে কার্যকর ভুমিকা গ্রহণ করা।
- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞানদান ও সচ্চলকরণ;
- দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- পাঠাগার স্থাপন;
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন

গ) উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং বাস্ড়বায়ন করা যাবে। প্রয়োজনে সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যবলীর সাথে সংগতিপূর্ণ সমমনা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্বিলিত উদ্যোগকে গতিশীল রাখতে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করা যাবে।

৬ নং ধারা ঃ

ক) সদস্যপদ লাভের যোগ্যতাবলীঃ-

(১) ১৮ বছর বা তদুর্ধ বয়সের বাংলাদেশী নাগরিক উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর সদস্যপদ লাভ করতে পারবে।
(২) সংস্থার সকল আইন-কানুন মেনে চলতে হবে এবং সংস্থা ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।
(৩) কোন বিকৃত মস্ড়িষ্ক ব্যক্তি এই সংস্থায় সদস্য হতে পারবে না।

খ) সদস্যদের শ্রেণী বিভাগ

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এ ৩ (তিন) প্রকার সদস্য থাকবেঃ-

(১) সাধারণ সদস্য
(২) আজীবন সদস্য
(৩) দাতা সদস্য

(১) সাধারণ সদস্য

এই সংস্থায় সাধারণ সদস্যপদ লাভ করতে হলে সংস্থার সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে। নির্বাহী পরিষদের ৩/৪ (চার ভাগের তিন ভাগ) অংশ সদস্য অনুমোদন করলে ভর্তি ফি ও এক বছরের চাঁদা প্রদান করে সংস্থার সদস্যপদ লাভ করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যকে ভর্তি ফি ৩০০ (তিন শত) টাকা বার্ষিক ২০০ (দুই শত) টাকা হারে চাঁদা দিতে হবে।

(২) আজীবন সদস্য
আজীবন সদস্যপদ লাভ করতে হলে সংস্থার সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে এবং নির্বাহী কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে সংস্থার তহবিলে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। আজীবন সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(৩) দাতা সদস্য
নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষে কোন ব্যক্তি ৩০০০/= (তিন হাজার) টাকা সমমূল্যের দ্রব্যাদি সংস্থাকে প্রদান করে তবে তাকে দাতা সদস্য হিসেবে গণ্য করা হবে। দাতা সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(গ) সদস্যপদ বাতিল

(১) যদি কোন সভায় পর পর ২ (দুই) বছর চাঁদা দিতে ব্যর্থ হন অথবা উপযুক্ত কারণ ছাড়া পর পর তিনটি বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।
(২) যদি কোন সদস্য সংস্থা বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার কারণে অপরাধী বলে বিবেচিত হন তবে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।
(৩) যদি কোন সদস্য মৃতবরণ করেন তবে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।
(৪) যদি কোন সদস্য সংস্থার সদস্যপদ থেকে ইস্ড়ফা দিতে চান তবে তাকে সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে এবং নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষে আবেদনকারীর সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঘ) বাতিল সদস্যের পুনঃ সদস্যপদ লাভ

যদি কোন বাতিল সদস্য পুনরায় সদস্য পদ লাভ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তাকে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা পুনঃবিবেচনা ফিসহ সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে। নির্বাহী পরিষদের বিচার বিবেচনার পর আবেদনকারী আবেদন অনুমোদিত হলে পুনরায় ভর্তি ফি এবং এক বছরের চাঁদা প্রদানপূর্বক সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। উলে- খ্য যে বহিস্কৃত সদস্য কখনই পুনরায় সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন না।

ঙ) শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থাঃ

সংস্থার শৃংখলা, আদর্শ এবং স্বার্থের পরিপন্থী কাজের জন্য নির্বাহী পরিষদ কোন সদস্যের বির“দ্বে বহিষ্কারসহ প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৭ নং ধারাঃ  সাংগঠনিক কাঠামোঃ

(১) উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নলিখিত পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ-

(ক) সাধারণ পরিষদ
(খ) নির্বাহী পরিষদ

ক) সাধারণ পরিষদ
সংস্থার সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ বলে বিবেচিত হবে। এই পরিষদ সংস্থার স্বার্থ সংক্রান্ড় যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজে পূর্ণ মতামত প্রদান এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহণসহ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অনুমোদন ও বাজেট পাশ করবে। বছরে একবার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

খ) নির্বাহী পরিষদ
এই সংস্থার ৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ থাকবে। সকল সাধারণ সদস্য নির্বাহী পরিষদের যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন এবং সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন। সংস্থার বেতনভুক কোন কর্মচারী নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য হতে পারবেন না।

নির্বাহী পরিষদের কাঠামো

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ (এক) জন |
| সহসভাপতি | ১ (এক) জন |
| সম্পাদক | ১ (এক) জন |
| সহ-সম্পাদক | ১ (এক) জন |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ (এক) জন |
| সদস্য | ৪ (চার) জন |

(২) নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নির্বাহী পরিষদ সংস্থার কর্মসূচীসমূহের গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে দিক নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে। তবে পরিষদের কোন সদস্য সংস্থার দৈনন্দিন ও প্রশাসনিক কাজে হস্ড়ক্ষেপ করতে পারবেন না।

ক) সভাপতি
সভাপতি সকল প্রকার সভায় সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সম্পাদককে কার্যবিধি সম্পর্কে পরামর্শ দান করবেন। সভাপতি সভার সকল কার্য-বিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন এবং সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ড় প্রদান করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি নিজেই সভা আহ্বান করতে পারবেন।

খ) সহ-সভাপতি
সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) সম্পাদক
সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভা আহ্বান করবেন। তিনি সংস্থার বিভিন্ন মূল্যবান দলিল সংরক্ষণ করবেন। তিনি উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক সকল প্রকার যোগযোগে সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করবেন ও প্রয়োজনে নির্বাহী পরিচালককে সহযোগিতা করবেন।

ঘ) সহ-সম্পাদক
সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-সম্পাদক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ) কোষাধ্যক্ষ
কোষাধ্যক্ষ সংস্থার যাবতীয় হিসাব ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি সংস্থার আয় ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় সহায়তা এবং বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে আয় ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব ও বাজেট পেশ করবেন।

চ) নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
সংস্থার বিভিন্ন সভায় নির্দেশনা দেয়া ও কার্যকরী সহযোগিতা প্রদান করা নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের কাজ।

(৩) সমস্যা সমাধান
সংস্থার যাবতীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে গিয়ে যদি এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় যা সমাধানের স্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা গঠনতন্ত্রে উলে- খ নেই, সেসকল সমস্যা নিরসনকল্পে ১ম পর্যায়ে নির্বাহী পরিষদ ২য় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ এবং ৩য় পর্যায়ে সাধারণ পরিষদ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৪) কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন পদ্ধতি

ক) উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর কর্মসূচীসমূহ কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্ড়বায়িত হবে। কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন কমিটি সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত দক্ষ কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত নির্বাহী পরিচালক সংস্থার প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাহী পরিচালক স্থানীয়, জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করবেন ও সংস্থার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

খ) উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর পরিচালনার স্বার্থে নির্বাহী পরিষদ বেতনভুক্ত কর্মচারী রাখতে পারবে এবং প্রয়োজনে বরখাস্ড় করতে পারবে।

গ) সংস্থার ভাবমূর্তি বিকাশে কর্মসূচীসমূহের বাস্ড়বায়ন, সম্প্রসারণ ও অর্থায়নের জন্য নির্বাহী পরিচালক মুখ্য দায়-দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংস্থার খরচের সমুদয় বিল ভাউচার অনুমোদন করবেন।

ঘ) নির্বাহী পরিচালক সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে নির্বাহী পরিষদকে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়তা করবেন। তিনি সংস্থার পক্ষে সকল প্রকার চুক্তি সম্পাদন করবেন। প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংস্থার পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন।

ঙ) নির্বাহী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে তার মনোনীত অথবা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন।

চ) সংস্থার কর্মসূচী সম্প্রসারণ ও বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে শাখা অফিস খোলা যাবে।

ছ) নির্বাহী পরিচালক সংস্থা সংশি- ষ্ট সকল কর্মকান্ডের জন্য নির্বাহী পরিষদের নিকট জবাবদিহি করবেন।

৮ নং ধারা ঃ নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনঃ-

ক) নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ২ (দুই) বছর

খ) প্রতি দু'বছরে একবার সংস্থার সভ্যবৃন্দ নির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন।

গ) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদ তাদের মনোনীত নির্বাচন কমিশন গঠন করে নির্বাচন কার্য পরিচালনা করবেন।

ঘ) সভাপতি কমপক্ষে ২০ (বিশ) দিন আগে নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করবেন।

ঙ) সম্পাদক নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে চূড়ান্ড় ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তা নোটিশ বোর্ডে সকলের অবগতির জন্য টাঙিয়ে দেবেন।

চ) সংস্থার নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে কোন প্রার্থী বা তার সমর্থকবৃন্দ অন্য কোন প্রার্থীর কার্যকলাপ সম্মন্ধে নিন্দনীয় এবং হিংসাত্মক প্রচারনা চালাতে পারবেন না। যদি সংস্থার কেউ নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে উলে- খিত কর্মে লিপ্ত থাকেন বলে প্রমানিত হয় তবে তাকে উক্ত নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বিরত রাখা হবে।

ছ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য নতুন পরিষদ সংস্থার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ড় পুরাতন পরিষদ কাজ চালিয়ে যাবে।

জ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পুরাতন পরিষদ নতুন পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র করতে বাধ্য থাকবে।

ঝ) অনিবার্য কারণবশতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব না হলে সাধারণ পরিষদের সভায় নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল অনধিক ৩ (তিন) মাস পর্যন্ড় বাড়ানো যাবে এবং বর্ধিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কার্য অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে এবং নতুন কমিটির নিকট ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।

৯ নং ধারা ঃ অধিবেশনঃ-

ক) এই সংস্থায় নিম্নলিখিত অধিবেশন/সভা অনুষ্ঠিত হবে

(১) সাধারণ অধিবেশনঃ
(২) ইংরেজী পঞ্জিকা বর্ষ অনুসারে প্রতি বছর একবার এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ এই অধিবেশনে স্থান পাবে-

- ◆ বাজেট
- ◆ আয়-ব্যয় হিসাব
- ◆ বার্ষিক প্রতিবেদন
- ◆ নিরীক্ষা প্রতিবেদন
- ◆ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা
- ◆ নির্বাহী পরিষদ (প্রতি দু'বছরে)

এই অধিবেশন কমপক্ষে ১৪ দিন পূর্বে আহ্বান করতে হবে।

(২) নির্বাহী পরিষদের সভা

প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার (বছরে কমপক্ষে চার বার) নির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় সভ্যবৃন্দ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও সংস্থার অগ্রগতির বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। এই সভা নুন্যতম ৭ (সাত) দিন পূর্বে আহ্বান করতে হবে।

(৩) জর"রী সভা

প্রয়োজনবোধে যেকোন সময় সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে ২৪ ঘন্টার নোটিশে জর"রী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(৪) বিশেষ সাধারণ সভা

বিশেষ প্রয়োজনে সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ড়ের প্রেক্ষিতে এই সভা আহ্বান করা যাবে। এই সভায় অন্ড় রবর্তীকালীন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা যাবে। সংস্থার সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য এই সভায় অংশগ্রহণ করবেন। এই সভা কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন পূর্বে আহ্বান করতে হবে।

(৫) তলবী সভা

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত না হলে সংস্থার সভ্যবৃন্দ প্রথমে সম্পাদক এবং পরে সভাপতিকে সভা আহ্বানের অনুরোধ করবেন। যদি সভাপতি ও সম্পাদক সভা আহ্বানে অপারগ হন তবে সংস্থার মোট সভ্যের ২/৩ অংশের উপস্থিতিতে সভা আহ্বান করে সভার সাধারণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। তবে এরূপ সভায় সকল সভ্যকে অবশ্যই ১০ (দশ) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে।

(৬) মূলতবি সভা

সকল সভার ক্ষেত্রে কোরাম পূরণ না হওয়ার কারণে অনধিক দু'বার সভা মূলতবি রাখা যাবে। ৩য় এবং চূড়ান্ড় পর্যায়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সভার সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবেন।

খ) কোরাম

সাধারণ সভায় সভ্যবৃন্দের ২/৩ (তিন ভাগের দুই ভাগ) অংশ উপস্থিতিতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিতিতে নির্বাহী পরিষদ অধিবেশনের কোরাম পূরণ হবে। কোরাম পূরণ না হলে অধিবেশন স্থগিত থাকবে।

১০ নং ধারাঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ-

ক) সংস্থার আয়ের উৎস

- ✦ সরকারী অনুদান
- ✦ ব্যাংক আমানতের উপর প্রাপ্ত সুদ
- ✦ সহায়ক পরিসেবা থেকে প্রাপ্ত অর্থ
- ✦ সংস্থার সভ্যবৃন্দের ভর্তি ফি ও চাঁদা
- ✦ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ
- ✦ কোন দাতার দান অথবা বেসরকারী দাতা প্রতিষ্ঠানের অনুদান
- ✦ সরাসরি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ

খ) তহবিল গঠন

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) এর কর্মসূচীর গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে অথবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনে নিম্নলিখিত উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করা যাবে সাহায্য ও অনুদান হিসেবে

- – অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান
- – আন্ড়ঃ প্রকল্প তহবিল স্থানান্ড়র
- – সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন দপ্তর
- – স্থানীয়, জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

গ) ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা

এনজিও ব্যুরোর ছাড়কৃত সমস্ড় অর্থ সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট একটি ব্যাংকে সংস্থার নামে হিসাব খুলে জমা রাখতে। ব্যাংকে যে কেউ টাকা জমা দিতে পারবেন। টাকা উঠানোর সময় সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যেকোন দুই জনের যুক্ত স্বাক্ষর ব্যবহৃত হবে। নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংক লেন-দেনের ক্ষমতা প্রদান করবেন।

ঘ) হস্ড়মজুদ

সম্পাদক অথবা কর্মসূচী প্রধান চলতি খরচ সম্পাদনের জন্য অনধিক ৩০০০/= (তিন হাজার) টাকা হাতে নগদ রাখতে পারবেন।

ঙ) হিসাব নিরিক্ষা

বছরে একবার এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক তালিকাভুক্ত সিএ ফার্ম দ্বারা হিসাব নিরিক্ষণ করানো হবে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে ইংরেজী জুলাই থেকে জুন পর্যন্ড় অর্থ বছর হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রকল্প সমূহের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা/এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অর্থ অবমুক্তি সাপেক্ষে প্রকল্প বর্ষ নির্ধারিত হবে।

**১১** নং ধারাঃ

সংবিধান রদবদলঃ-
প্রতিষ্ঠানের সংবিধানে কোন ধারা, উপধারা কিংবা আংশিক কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন হলে **১৫** (পনের) দিনের নোটিশের মাধ্যমে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করে মোট সদস্যের ২/৩ (তিন ভাগের দুই ভাগ) অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ড় রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে কার্যকরী হবে।

১২ নং ধারাঃ

সংস্থার বিলুপ্তি সাধনঃ-

ক) যদি কখনও সংস্থার অচলাবস্থার দরুন এর বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দেয় তবে মোট সদস্যের ৩/৪ অংশ সদস্য একমত হয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করবেন এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের পর সংস্থার বিলুপ্তি সাধিত হবে।

খ) সংস্থার বিলুপ্তি ঘোষিত হলে সকল দায় ও দেনা মোচনের/পরিশোধের পর এর স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বর্তাবে অথবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা যাবে।

১৩ নং ধারাঃ

সংবিধান বহির্ভুতঃ-

সংবিধানে লিপিবদ্ধ নেই এমন কোন প্রয়োজনীয় কাজ করতে হলে সাধারণ পরিষদের ২/৩ (তিন ভাগের দুই ভাগ) অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে তা করা যাবে। এই সংবিধান ২২/১০/২০০৭ ইং তারিখের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে।